প্রথম আলো

তারিখ 06 FEB 2014
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

সাংসদ ইসরাফিলের নেতৃত্বে অবৈধ পর্ষদ চালাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়!

মোশতাক আহমেদ ●

বেসরকারি অতীশ দীপংকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগদলীয় সাংসদ ইসরাফিল আলমের নেতৃত্বাধীন বোর্ড অব ট্রাস্টিজকে (পরিচালনা পর্ষদ) বৈধ নয় বলেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। প্রায় দুই বছর ধরে এই পর্ষদের মাধ্যমেই পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। আর কমিশনের কাছে বৈধ পর্ষদ বিশ্ববিদ্যালয়েই যেতে পারছে না।

অনুমোদন ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়টির কয়েকটি শাখা ক্যাম্পাস খুলে সনদ-বাণিজ্য চালানোরও অভিযোগ রয়েছে। অবশ্য ইসরাফিল আলম তাঁদের পর্ষদকে বৈধ দাবি করেছেন।

বেসরকারি আরও চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানা নিয়েও দ্বন্দ্ব আছে। এগুলো হলো: দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ও ইবাইস বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সূত্র জানায়, ইউজিসি গত ২৭ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অতীশ দীপংকর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে একটি চিঠি দেয়। ওই চিঠিতে বলা হয়, ইসরাফিল আলমকে চেয়ারম্যান করে গঠিত ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টি বৈধ নয়। অধ্যাপক আনোয়ারা বেগমের নেতৃত্বাধীন বোর্ড অব ট্রাস্টিজই একমাত্র বৈধ ও আইনসিদ্ধ কর্তৃপক্ষ। এ জন্য এই বোর্ডের মাধ্যমে প্যানেল থেকে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করা আবশ্যক। ইউজিসি একই দিনে আনোয়ারা বেগমকে আরেকটি চিঠি দিয়ে ওই তিন পদে নিয়োগের জন্য পৃথক প্যানেল প্রস্তাব দিতে অনুরোধ করেছে।

> অতীশ দীপংকর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে ইউজিসি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে দেওয়া চিঠিতে বলেছে, ইসরাফিল আলমকে চেয়ারম্যান করে গঠিত বোর্ড অব ট্রাস্টি বৈধ নয়। অধ্যাপক আনোয়ারা বেগমের নেতৃত্বাধীন বোর্ড অব ট্রাস্টিজই একমাত্র বৈধ ও আইনসিদ্ধ কর্তৃপক্ষ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি ও অতীশ দীপংকর বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০০৪ সালে সাময়িক অনুমোদন পাওয়া অতীশ দীপংকর বিশ্ববিদ্যালয়টি সে সময় পরিচালিত হতো অতীশ দীপংকর ফাউন্ডেশনের অধীনে। ফাউন্ডেশনটির চেয়ারম্যান প্রয়াত রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদের স্ত্রী আনোয়ারা বেগম বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্যও। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১০ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন হয়। ওই আইন অনুযায়ী ওই ফাউন্ডেশনের অধীনে ২০১১ সালের ২৭ জুন আনোয়ারা বেগমকে চেয়ারম্যান করে বিশ্ববিদ্যালয়টির ১১ সদস্যের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন করা হয়। ওই ১১ জনের মধ্যে ইসরাফিল আলমও ছিলেন। পরে বোর্ডে আরও তিনজন সদস্য সংযোজন করা হয়। যৌথ মূলধনি কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয় ২০১২ সালের জুলাইয়ে বৈধ বিবেচনায় আনোয়ারা বেগমের নেতৃত্বাধীন পর্ষদের নিবন্ধন করে।

কিন্তু ২০১২ সালের ৪ ডিসেম্বর ইসরাফিল আলমকে চেয়ারম্যান করে ইংরেজি অক্ষরে বাংলা শব্দগুচ্ছ 'ATISH DIPANKAR BIGGAN O PROJUKTI BISHAWBIDDALAY' নামে আরেকটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন ও নিবন্ধন করা হয়। ১২ সদস্যের এই পর্ষদে আছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি লিয়াকত শিকদার, ছাত্রলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা ইকবাল হোসেন, গোলাম সারোয়ার কবীর, হেমায়েত উদ্দিন, সহ-উপাচার্য আবুল হোসেন সিকদার।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

অবৈধ পর্ষদ চালাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়!

শেষ পৃষ্ঠার পর

এরপর উপাচার্য ও বোর্ডের চেয়ারম্যান আনোয়ারা বেগমকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। একবার প্রবেশের চেষ্টা করে তিনি সফল হননি। সহ-উপাচার্য আবুল হোসেন সিকদারকে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব দিয়েছে ইসরাফিল আলমের নেতৃত্বাধীন পর্ষদ।

ইউজিসির চিঠিতে বলা হয়, দুটি ট্রাস্টিজের বিষয়ে ইউজিসিতে উভয় পক্ষের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য, লিখিত জবাব এবং যৌথ মূলধনি কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়ের নিবন্ধন অনুযায়ী ইউজিসি মনে করে আনোয়ারা বেগমের নেতৃত্বাধীন বোর্ড অব ট্রাস্টিজই একমাত্র বৈধ। ইংরেজি অক্ষরে বাংলা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে অন্যভাবে আরেকটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ বৈধ বলে গণ্য করা যায় না।

এ বিষয়ে সাংসদ ইসরাফিল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও সব নিয়মকানুন মেনে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছি। আমাদের বোর্ড অব ট্রাস্টিজও বৈধ।' তিনি বলেন, বৈধভাবে পরিচালনার দুই বছর পর হঠাৎ করে ইউজিসির এই চিঠি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

আর আনোয়ারা বেগম বলেন, 'ইউজিসির চিঠি অনুযায়ী উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য প্যানেল দেব এবং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা নেব।'

বিশ্ববিদ্যালয়টি বনানীতে অবস্থিত। কিন্তু ইউজিসির চিঠিতে বলা হয়, বর্তমান কর্তৃপক্ষ ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে অননুমোদিতভাবে ক্যাম্পাস খুলে সনদ-বাণিজ্য করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইউজিসির বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখার একজন কর্মকর্তা জানান, উত্তরা, পান্থপথ, পুরান ঢাকা ও ধানমন্ডিতে অতীশ দীপংকরের শাখা ক্যাম্পাস পরিচালিত হচ্ছে, যা বৈধ নয়।

এদিকে মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির সূত্রমতে, সহ-উপাচার্য আবুল হোসেন সিকদার জাল সনদ ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে নিয়োগ নিয়েছেন বলে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে অপসারণের জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২২ ডিসেম্বর মন্ত্রণালয় এ সিদ্ধান্ত ইউজিসি ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানায়।

আরও চারটিতে দ্বন্দ্ব: মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্বে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়টি চার ভাগে বিভক্ত হয়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে। রয়েছে সনদ-বাণিজ্যের বিস্তর অভিযোগ। একটি পক্ষ সাভারের গণকবাড়িতে, আরেকটি উত্তরায়, একটি পক্ষ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে এবং আরেক পক্ষ ধানমন্ডিতে মূল ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে অন্তত ১০টি মামলা রয়েছে। বিগত মহাজোট সরকার এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অভিযোগের বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করায়। তদন্ত কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়টির অনুমতির সাময়িক সনদ বাতিলের সুপারিশ করলেও দুই বছরের বেশি সময় পরও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

ইবাইস ইউনিভার্সিটির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে এর প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি জাকারিয়া শিংকনের সঙ্গে তাঁর ভাই কাওছার এইচ কমেটের সঙ্গে। সেখানেও দুটি ট্রাস্টি বোর্ড।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতেও ভাইদের মধ্যে দ্বন্দ্বে দুটি ট্রাস্টি বোর্ড হয়েছে। একটির পক্ষে আছেন মেয়াদ শেষ হওয়া উপাচার্য আবু হাসান মো. সাদেক এবং অপরটিতে আছেন তাঁর ভাই হারুন মিয়া। প্রাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পক্ষ মিরপুরে এবং আরেকটি উত্তরায় শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি না হলে প্রশাসক নিয়োগসহ কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ম মেনে চলতে হবে। নতুন প্রজন্মের জন্য তাদের ন্যূনতম মান অর্জন করতেই হবে। বিরোধপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে চলমান মামলাগুলো একই আদালতে এনে দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এর পরও সমাধান না হলে প্রয়োজনে যতটা কঠোর হওয়া যায়, ততটাই হব।'